বিভাগ গ

অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রতিটি প্রশ্নের মান - 2

1 কোন্ দার্শনিকের মতে মনাড হল জগতের মৌলিক তত্ত্ব? কোন্ দার্শনিকের মতে এই জগৎ হল সকল সম্ভাব্য জগৎগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ?

উত্তর ▸ লাইবনিজের মতে মনাড হল জগতের মৌলিক তত্ত্ব।

▸ লাইবনিজের মতে এই জগৎ হল সকল সম্ভাব্য জগৎগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

2 কে বলেছেন বিরোধবাচক নিয়ম হল তাদাত্ম্য নিয়ম? কে বলেছেন যা কিছু সত্তাবান তার আদিম উপাদান হল মনাড?

উত্তর ▸ লাইবনিজ বলেছেন বিরোধবাচক নিয়ম হল তাদাত্ম্য নিয়ম।

▸ লাইবনিজ বলেছেন যা কিছু সত্তাবান তার আদিম উপাদান হল মনাড।

3 পূর্বপ্রতিষ্ঠিত শৃঙ্খলাবাদের (সামঞ্জস্যের) নিয়মটি কী?

উত্তর ▸ যে নিয়ম অনুসারে সর্বোচ্চ মনাড ঈশ্বর জগৎসৃষ্ট মনাডগুলি সৃষ্টির সময়ে প্রত্যেকটি মনাডের মধ্যে এমনভাবে শৃঙ্খলা স্থাপন করেছেন, সক্রিয়তা প্রদান করেছেন যার ফলে প্রত্যেক মনাড বহিঃপ্রভাব ব্যতিরেকে জগতের অন্যান্য মনাডগুলির সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে পরিবর্তিত হয় সেই নিয়মকে বলা হয় পূর্বপ্রতিষ্ঠিত শৃঙ্খলার নিয়ম বা মতবাদ।

4 বুদ্ধি বিষয়ক সত্য বলতে লাইবনিজ কী বোঝেন?

উত্তর ▸ লাইবনিজ বুদ্ধি বিষয়ক সত্য বলতে আবশ্যিক সত্যকে, স্বতঃসিদ্ধ সত্যকে বুঝিয়েছেন। যেমন গণিত ও যুক্তিবিজ্ঞানের সত্যতা। বিরোধবাচক নিয়ম ও তাদাত্ম্য নিয়মের ওপর এই সত্য প্রতিষ্ঠিত।

5 লাইবনিজ লিখিত যে-কোন দুটি গ্রন্থের নাম লেখো।

উত্তর ▸ লাইবনিজ লিখিত দুটি গ্রন্থের নাম হল—'Monadology', এবং 'Principles of Nature and Grace'।

6 লাইবনিজের অভিন্নতার ভিন্নতার (অভেদ্যের ভিন্নতার) নিয়মটি কী?

উত্তর ▸ লাইবনিজের মতে গুণগতভাবে সকল মনাড অভিন্ন হলেও পরিমাণগতভাবে অতীন্দ্রিয় ভিন্নতার জন্য প্রত্যেক মনাড অন্য মনাড থেকে স্বতন্ত্র। মনাডের এই নিয়মকে লাইবনিজ অভিন্নতার ভিন্নতার নিয়ম বলেছেন।

7 লাইবনিজের অভেদ্যের অভিন্নতার নিয়মটি কী?

উত্তর ▸ 'ক' ও 'খ' অভেদ্যের অভিন্ন যদি এবং কেবল যদি 'ক' সম্পর্কে যা সত্য 'খ' সম্পর্কেও তাই সত্য হয়। যেমন মনাডগুলি জগতে সংখ্যাগতভাবে পৃথক।

ঠিক একইরকমভাবে দুটি মনাড নেই। কিন্তু মনাডগুলির মধ্যে কোনো গুণগত পার্থক্য নেই।

8 **অভিজ্ঞতায় দৃষ্ট যাবতীয় বস্তু যে মৌলিক দ্রব্যের দ্বারা গঠিত সেটি লাইবনিজের মতে কী? সেই দ্রব্যটি কি প্রত্যক্ষ করা যায়?**

উত্তর ▶ অভিজ্ঞতায় দৃষ্ট যাবতীয় বস্তু যে মৌলিক দ্রব্যের দ্বারা গঠিত সেটি লাইবনিজের মতে চিৎপরমাণু অর্থাৎ মনাড।

▶ মৌলিক মনাড প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নয়।

9 **লাইবনিজ কীভাবে বিশ্বের শৃঙ্খলা ব্যাখ্যা করেছেন?**

উত্তর ▶ ঈশ্বর জগৎসৃষ্ট মনাডগুলির সৃষ্টিলগ্নে প্রত্যেকটি মনাডের মধ্যে সমগ্র বিশ্বের ধারণা, সক্রিয়তা, শৃঙ্খলা যুগ্মভাবে প্রতিস্থাপন করেছেন। যার ফলে মনাডগুলি সকলপ্রকার বহিঃপ্রভাবমুক্ত হলেও পূর্বপ্রতিষ্ঠিত শৃঙ্খলার জন্য জগতের শৃঙ্খলা রক্ষিত হয়। তাই পূর্বপ্রতিষ্ঠিত শৃঙ্খলাবাদের সাহায্যে লাইবনিজ জগতের শৃঙ্খলা ব্যাখ্যা করেছেন।

10 **লাইবনিজের মতে দ্রব্যের আবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্য কী? "যা পূর্বে ইন্দ্রিয়ের মধ্যে ছিল না এমন কোনো ধারণা বুদ্ধিতে নেই, কেবলমাত্র বুদ্ধি ছাড়া"—এই উক্তিটি কার?**

উত্তর ▶ লাইবনিজের মতে দ্রব্যের আবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্য হল আত্মসক্রিয়তা।

▶ "যা পূর্বে ইন্দ্রিয়ের মধ্যে ছিল না এমন কোনো ধারণা বুদ্ধিতে নেই, কেবলমাত্র বুদ্ধি ছাড়া"—বলেছেন লাইবনিজ।

11 **লাইবনিজ মনাড বলতে কী বোঝেন?**

উত্তর ▶ লাইবনিজের মতে জগতের মৌলিক উপাদান চিৎপরমাণু। আধ্যাত্মিক সত্তা হল মনাড। এই মনাড মৌলিক, চেতন, গবাক্ষহীন, বহু, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, অদৈশিক, অকালিক, তাত্ত্বিক বিন্দু।

12 **পর্যাপ্ত যুক্তির (হেতুর) নিয়ম বলতে কী বোঝ?**

উত্তর ▶ পর্যাপ্ত যুক্তির নিয়ম অনুসারে প্রত্যেক বাস্তব ঘটনার মূলে পর্যাপ্ত হেতু বা কারণ থাকবেই। অর্থাৎ বিনা কারণে কোনো কিছু ঘটে না। একেই লাইবনিজ পর্যাপ্ত হেতুর নিয়ম বলেছেন।

13 **লাইবনিজ মনাডকে আত্মসক্রিয় বলেছেন কেন?**

উত্তর ▶ লাইবনিজের মতে মনাডের স্বরূপধর্ম হল আত্মসক্রিয়তা। ঈশ্বর মনাডগুলির সৃষ্টির সময়ে তার মধ্যে সক্রিয়তা ও শক্তি প্রদান করেছেন। তাই মনাড তার অভ্যন্তরীণ শক্তির সাহায্যে সদা সক্রিয়।

14 **লাইবনিজ মনাডকে বিস্তৃতিহীন কেন বলেছেন?**

উত্তর ▶ লাইবনিজের মতে মনাড যেহেতু মৌলিক তাই তা অংশহীন হতে বাধ্য। যা অংশহীন তা অবিভাজ্য হতে বাধ্য। যা অবিভাজ্য তার বিস্তৃতি থাকতে পারে না। তাই মনাড বিস্তৃতিহীন।

15 **লাইবনিজ মনাডকে আধ্যাত্মিক সত্তা কেন বলেছেন?**

উত্তর ▶ মনাড অবিভাজ্য ও মৌলিক, তাই তার বিস্তৃতি থাকতে পারে না। মনাড যদি জড় হত তবে তার বিস্তৃতি থাকত। তাই বিস্তৃতিহীন মনাড একমাত্র চেতন, আধ্যাত্মিক সত্তা হতে পারে। তাই মনাড আধ্যাত্মিক সত্তা।

16 **লাইবনিজ মনাডকে অবিনশ্বর কিন্তু শাশ্বত নয় কেন বলেছেন?**

উত্তর ▶ লাইবনিজের মতে মনাড অবিনশ্বর। কেন-না মনাড মৌলিক, নিরংশ। আবার মনাড যেহেতু ঈশ্বর সৃষ্টি করেন ও ধ্বংস করেন, তাই মনাড শাশ্বত নয়।

17 লাইবনিজ মনাডকে তাত্ত্বিক বিন্দু কেন বলেছেন?

উত্তর ▸ লাইবনিজের মতে মনাড গাণিতিক বিন্দু নয়। কেন না গাণিতিক বিন্দুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা নেই। তাই তা অবাস্তব। কিন্তু মনাড বাস্তব। আবার জড় বিন্দু বাস্তব বলেও তা বিভাজ্য, কিন্তু মনাড অবিভাজ্য, তাই মনাড জড় বিন্দু নয়। তাই মনাড তাত্ত্বিক বিন্দু।

18 লাইবনিজ মনাডকে অদৈশিক কেন বলেছেন?

উত্তর ▸ মনাড যেহেতু জড় বিন্দু নয়; তাত্ত্বিক বিন্দু, আধ্যাত্মিক, তাই তা কোনো দেশে থাকে না। তাই মনাড অদৈশিক সত্তা।

19 লাইবনিজ মনাডকে গবাক্ষহীন কেন বলেছেন?

উত্তর ▸ লাইবনিজের মতে ঈশ্বর মনাডগুলিকে এমনভাবে তৈরি করেছেন যাতে বাইরে থেকে কোনো সংবেদন ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না। আবার ভিতর থেকে কিছু বাইরে প্রকাশিত হয় না। প্রত্যেক মনাড এক রুদ্ধ, বদ্ধ জগৎ। তাই মনাড গবাক্ষহীন।

20 লাইবনিজ মনাডকে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কেন বলেছেন?

উত্তর ▸ লাইবনিজের মতে মনাড যেহেতু আত্মসক্রিয় সেহেতু তা অন্যকে দূরে রাখে এবং যা অন্যকে দূরে রাখে তা ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। তাই মনাড ব্যক্তিত্বসম্পন্ন।

21 লাইবনিজের মতে মনাডগুলির প্রবণতা কী?

উত্তর ▸ লাইবনিজের মতে প্রত্যেকটি মনাডের এক অবস্থা থেকে উন্নততর অবস্থায় যাওয়ার প্রবণতা আছে, পূর্ণতার দিকে যাওয়ার প্রবণতা আছে।

22 লাইবনিজের মতে মনাডগুলির আকাঙ্ক্ষা বা ক্ষুধা কী?

উত্তর ▸ লাইবনিজের মতে প্রত্যেকটি মনাড আত্মসক্রিয় এবং প্রত্যেক মনাড তার অবস্থা থেকে আরও উন্নততর অবস্থায় যেতে চায়, পূর্ণতা লাভ করতে চায়। একেই লাইবনিজ মনাডগুলির আকাঙ্ক্ষা বা ক্ষুধা বলেছেন।

23 লাইবনিজের মতে মনাড কতপ্রকার ও কী কী?

উত্তর ▸ লাইবনিজের মতে মনাড চারপ্রকার, তা হল—

[1] অচেতন মনাড,

[2] চেতন মনাড,

[3] আত্মসচেতন মনাড,

[4] বিশুদ্ধ সক্রিয় মনাড।

24 অচেতন মনাড কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

উত্তর ▸ যে মনাডের সক্রিয়তা ও চেতনা প্রকাশিত হয় না, প্রতিবিম্বন অস্পষ্ট সেই মনাডকে বলা হয় অচেতন মনাড। যেমন—ধাতব পদার্থ, পাথর, উদ্ভিদ ইত্যাদি।

25 চেতন মনাড কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

উত্তর ▸ যে মনাডের সক্রিয়তা ও চেতনা অল্প প্রকাশিত এবং প্রতিবিম্বন ও অল্প স্পষ্ট, যে মনাডের স্মৃতি থাকলেও প্রজ্ঞা নেই সেই মনাডকে বলা হয় চেতন মনাড (আত্মা মনাড)। যেমন—পশু, পাখি ইত্যাদি।

26 **আত্মসচেতন মনাড কাকে বলে? উদাহরণ দাও।**

উত্তর ▶ যে মনাডের সক্রিয়তা খুব বেশি, প্রতিবিম্বন স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল এবং মনাডগুলি স্মৃতি ও প্রজ্ঞার অধিকারী সেই মনাডকে বলা হয় আত্মসচেতন মনাড। মানুষই একমাত্র আত্মসচেতন মনাড।

27 **বিশুদ্ধ সক্রিয় মনাড কাকে বলে? উদাহরণ দাও।**

উত্তর ▶ অচেতন মনাড, চেতন মনাড, আত্মসচেতন মনাড কিছুটা সক্রিয় ও কিছুটা নিষ্ক্রিয়। তাই বিশুদ্ধ সক্রিয় নয়। একমাত্র ঈশ্বর হলেন বিশুদ্ধ সক্রিয়।

28 **লাইবনিজের মতে চিৎ পরমাণুপুঞ্জ কাকে বলে?**

উত্তর ▶ মনাড প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নয়। যখন কতকগুলি মনাড একসঙ্গে মিলিত হয়, তখন তা প্রত্যক্ষগ্রাহ্য হয়। এই প্রত্যক্ষগ্রাহ্য মনাডগুলির সমষ্টিকে বলা হয় পরমাণুপুঞ্জ।

29 **লাইবনিজের মতে জড়পদার্থ কাকে বলে?**

উত্তর ▶ কতগুলি অচেতন মনাড যখন একত্রে পুঞ্জীভূত হয়, প্রত্যক্ষগ্রাহ্য হয় তখন তাকে বলা হয় জড়পদার্থ বা উদ্ভিদ। লাইবনিজ জড়পদার্থ স্বীকার করেন না। জড় এই অর্থে যে এদের চেতনা ও সক্রিয়তা অপ্রকাশিত। তাই লাইবনিজ জড়পদার্থকে সুপ্ত মনাড বলেছেন।

30 **লাইবনিজের মতে মনুষ্যেতর প্রাণী বা পশুপাখি কীভাবে সৃষ্টি হয়?**

উত্তর ▶ লাইবনিজের মতে চেতন মনাড হল আত্মা মনাড। একটি চেতন মনাডকে কেন্দ্র করে যখন বহু অচেতন মনাড পুঞ্জীভূত হয় তখন তাকে মনুষ্যেতর প্রাণী বা পশুপাখি বলা হয়।

31 **লাইবনিজের মতে মানুষ কীভাবে সৃষ্টি হয়?**

উত্তর ▶ যখন আত্মসচেতন মনাডকে কেন্দ্র করে বহু অচেতন মনাড পুঞ্জীভূত হয় তখন মানুষ সৃষ্টি হয়।

32 **লাইবনিজের মতে নিরবচ্ছিন্নতার নিয়মটি কী?**

উত্তর ▶ লাইবনিজের মতে সর্বোচ্চ মনাড জগৎসৃষ্ট মনাডগুলিকে মানুষ⟶মনুষ্যেতর প্রাণী⟶উদ্ভিদ⟶ধাতব পদার্থ—এই বিশেষক্রমে সজ্জিত করেছেন, এক অবিচ্ছিন্ন ক্রমিক পর্যায়ে সজ্জিত করেছেন যার কোথাও কোনো বিচ্ছেদ নেই। একেই লাইবনিজ নিরবচ্ছিন্নতার নিয়ম বলেছেন।

33 **লাইবনিজের মতে সর্বোচ্চ মনাড ঈশ্বরের সঙ্গে জগৎসৃষ্ট মনাডগুলির কী সাদৃশ্য আছে?**

উত্তর ▶ লাইবনিজ ঈশ্বর ও জাগতিক দ্রব্যগুলিকে মনাড বলেছেন। উভয়ই আত্মসক্রিয়, আধ্যাত্মিক সত্তা, মৌলিক, অবিভাজ্য, সরল, তাত্ত্বিক বিন্দু, অদৈশিক ও অকালিক।

34 **লাইবনিজের মতে সর্বোচ্চ মনাড ও অন্যান্য জাগতিক মনাডগুলির মধ্যে পার্থক্য কী?**

উত্তর ▶ লাইবনিজের মতে একমাত্র ঈশ্বরই বিশুদ্ধ ক্রিয়াস্বরূপ। তাই তিনি সর্বজ্ঞ ও সমগ্র বিশ্বকে সর্বদা প্রত্যক্ষ করেন।

অপরপক্ষে, অন্যান্য জাগতিক মনাডগুলি বিশুদ্ধ সক্রিয় নয়, আংশিক সক্রিয় ও আংশিক নিষ্ক্রিয়। তাই তারা সর্বজ্ঞ নয়, অপূর্ণ।

35 **লাইবনিজের মতে অচেতন মনাড ও চেতন মনাডের মধ্যে পার্থক্য কী?**

উত্তর ▶ লাইবনিজের মতে অচেতন মনাডের সক্রিয়তা ও চেতনা প্রকাশিত হয় না, প্রতিবিম্বনও অস্পষ্ট, এবং স্মৃতি নেই।

অপরপক্ষে, চেতন মনাডের সক্রিয়তা ও চেতনা অল্প প্রকাশিত, প্রতিবিম্বনও অল্প স্পষ্ট। এই মনাডের স্মৃতি আছে।

36 লাইবনিজের মতে চেতন মনাড ও আত্মসচেতন মনাডের মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর ▶ লাইবনিজের মতে চেতন মনাডের সক্রিয়তা ও চেতনা অল্প প্রকাশিত। এই মনাডের স্মৃতি আছে কিন্তু প্রজ্ঞা নেই।

অপরপক্ষে, আত্মসচেতন মনাডের সক্রিয়তা খুব বেশি। প্রতিবিম্বনও স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল, এই মনাডের স্মৃতি ও প্রজ্ঞা আছে।

37 লাইবনিজ মনাডগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কীভাবে ব্যাখ্যা করেছেন?

উত্তর ▶ লাইবনিজের মতে মনাডগুলি আধ্যাত্মিক ও অদৈশিক। তাই তাদের মধ্যে কোনো কার্যকারণ সম্বন্ধ সম্ভব নয়। কিন্তু সর্বোচ্চ মনাড ঈশ্বর মনাডগুলির সৃষ্টির সময় তাদের মধ্যে এমন সক্রিয়তা ও শৃঙ্খলা স্থাপন করেছেন যার ফলে একটি মনাডের পরিবর্তন ঘটলে অন্য মনাডটিরও অনুরূপ পরিবর্তন ঘটবে।

38 লাইবনিজ দেহ ও মনের সম্পর্ক কীভাবে ব্যাখ্যা করেছেন?

উত্তর ▶ লাইবনিজ বলেন ঈশ্বর মানব মনাডসৃষ্টির সময়ে দেহ ও মনকে এমনভাবে গঠন করেছেন, এমনভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেছেন যাতে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া না থাকা সত্ত্বেও মনের স্বভাবজাত সক্রিয়তার জন্য কোনো পরিবর্তন ঘটলে অনুরূপভাবে দেহেরও পরিবর্তন ঘটে।

39 লাইবনিজ বাহ্যবস্তুর প্রত্যক্ষ কীভাবে ব্যাখ্যা করেছেন?

উত্তর ▶ লাইবনিজের মতে মনাড গবাক্ষহীন। তাই বাইরে থেকে কোনো সংবেদন মনাডের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না। কিন্তু ঈশ্বর মানব মনাডসৃষ্টির সময় তার মধ্যে সকল বস্তুর ধারণা যুগ্মভাবে প্রতিস্থাপন করেছেন ও সক্রিয়তা প্রদান করেছেন। ফলে মানব মনাড তার স্বভাবজাত সক্রিয়তার মাধ্যমে নিজের মধ্যে সুপ্ত ধারণাগুলিকে প্রতিবিম্বিত করে তারপর প্রত্যক্ষ করে। সাধারণভাবে আমরা মনের ভিতরের বস্তুকে বাহ্যবস্তু বলে ভুল করি।

40 লাইবনিজ তার মনাডতত্ত্বে কার্যকারণ সম্পর্কের ব্যাখ্যা কীভাবে দিয়েছেন?

উত্তর ▶ লাইবনিজের মতে মনাড আধ্যাত্মিক, অদৈশিক ও অকালিক। তাই তাদের মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ সম্ভব নয়। একারণে লাইবনিজ কার্যকারণ সম্বন্ধ স্বীকার করেননি।

41 লাইবনিজ দুটি মনাডের মধ্যে কি কোনো পার্থক্য স্বীকার করেন?

উত্তর ▶ লাইবনিজের মতে গুণগতভাবে সকল মনাড অভিন্ন কিন্তু তাদের মধ্যে সক্রিয়তার মাত্রার কমবেশি পার্থক্য রয়েছে। তাই প্রত্যেক মনাড অন্য মনাড থেকে পৃথক।

42 লাইবনিজ তাঁর মনাডবাদে দেশ ও কালকে কীভাবে ব্যাখ্যা করেছেন?

উত্তর ▶ লাইবনিজের মতে দেশ ও কাল বাস্তব কিছু নয়; দ্রব্যও নয়, গুণও নয়। তাঁর মতে দেশ হল মনাডগুলির অবস্থানের ক্রম এবং কাল হল মনাডগুলির পারম্পর্যের ক্রম।

43 লাইবনিজ কীভাবে তাঁর মনাডবাদে যান্ত্রিকতাবাদ ও উদ্দেশ্যবাদের সমন্বয় সাধন করেছেন?

উত্তর ▶ লাইবনিজের মতে প্রতিটি মনাড তাঁর পূর্বপ্রতিষ্ঠিত নিয়ম অনুযায়ী যান্ত্রিকভাবে বিকশিত হচ্ছে। পাশাপাশি সমগ্র জগতের যে উচ্চতর লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সেটিও সিদ্ধ করতে সাহায্য করছে। এইভাবে তিনি যান্ত্রিকতাবাদ ও উদ্দেশ্যবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছেন।

44 সর্বোচ্চ মনাড ঈশ্বরের অস্তিত্বপ্রমাণে লাইবনিজের তত্ত্ব বিষয়ক যুক্তিটি কী?

উত্তর ▶ লাইবনিজের মতে ঈশ্বর পূর্ণতম সত্তা। তাই ঈশ্বরের লক্ষণের মধ্যে কোনো স্ববিরোধিতা নেই। তাই তিনি অসম্ভব হতে পারেন না। সুতরাং ঈশ্বর সম্ভব, তাই বাস্তব।

45 **সর্বোচ্চ মনাড ঈশ্বরের অস্তিত্বপ্রমাণে লাইবনিজের বিশ্বতত্ত্ব বিষয়ক যুক্তি বা পর্যাপ্ত হেতু বিষয়ক যুক্তিটি কী?**

উত্তর ▶ লাইবনিজের মতে এই জগতে প্রত্যেকটি ঘটনা ঘটার পিছনে পর্যাপ্ত হেতু বা কারণ আছে। এই কারণেরও আবার কারণ আছে। এইভাবে ক্রমাগত অগ্রসর হলে অনবস্থা দোষ ঘটবে। এই অনবস্থা দোষ নিবারণ-হেতু এমন এক আদি কারণে পৌঁছোব যার কোনো কারণ নেই। তিনি হলেন ঈশ্বর।

46 **সর্বোচ্চ মনাড ঈশ্বরের অস্তিত্বপ্রমাণে লাইবনিজের শাশ্বত সত্য বিষয়ক যুক্তিটি কী?**

উত্তর ▶ লাইবনিজের মতে সত্য দুইপ্রকার—আপতিক সত্য ও শাশ্বত সত্য। শাশ্বত সত্যের আধার মানুষ হতে পারে না, শাশ্বত সত্যের আধার অবশ্যই ঈশ্বর। তাই ঈশ্বর অস্তিত্বশীল।

47 **ঈশ্বরের অস্তিত্বপ্রমাণে লাইবনিজের পরিকল্পনামূলক যুক্তিটি কী?**

উত্তর ▶ লাইবনিজের মতে এই বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে এক শৃঙ্খলা ও সংহতি রয়েছে। সর্বজ্ঞ বুদ্ধির সচেতন সত্তার প্রকল্প ছাড়া ওই শৃঙ্খলা ও সংহতি ব্যাখ্যা করা যায় না। সুতরাং বিশ্বপ্রকৃতির শৃঙ্খলা ও সংহতির সৃষ্টিকর্তা হিসেবে যে সর্বজ্ঞ, সচেতন সত্তা স্বীকার করতে হয় তিনি হলেন ঈশ্বর।

48 **সর্বোচ্চ মনাড ঈশ্বরের অস্তিত্বপ্রমাণে লাইবনিজের প্রকারক যুক্তিটি কী?**

উত্তর ▶ লাইবনিজের মতে ইশ্বর হলেন অবশ্যম্ভব সত্তা। ঈশ্বরের এই লক্ষণ থেকে ঈশ্বরের বাস্তব অস্তিত্ব যে যুক্তির সাহায্যে অনুমান করা হয় তাকে বলা হয় প্রকারক যুক্তি।

49 **লাইবনিজ কীভাবে ইচ্ছার স্বাধীনতা ব্যাখ্যা করেছেন?**

উত্তর ▶ লাইবনিজের মতে মানব মনাড আত্মসক্রিয়। কোনো বাহ্যশক্তির দ্বারা মানবাত্মার ইচ্ছা নিয়ন্ত্রিত হয় না। অভ্যন্তরীণ অনিবার্যতা আত্মার নিজের প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত। ইচ্ছার কার্যধারা যাই হোক না কেন ইচ্ছাকে পরিচালনার দায়িত্ব আত্মারই এবং যে কর্মকর্তা তার সব কাজের দায়িত্ব বহন করে তাকে স্বাধীন বলতে হবে।

50 **লাইবনিজের মতে পূর্ণতার নিয়মটি (Principle of perfection) কী?**

উত্তর ▶ যে নিয়ম অনুসারে যৌক্তিকভাবে সকল সম্ভাব্য বিষয়ের মধ্যে যা বস্তুগতভাবে সর্বোৎকৃষ্ট, যা সর্বাপেক্ষা পূর্ণ, যা সর্বাপেক্ষা সুন্দর, যা সর্বাপেক্ষা ভালো তাকে নির্বাচন করা হয়, তাকে বলা হয় পূর্ণতার নিয়ম।

51 **লাইবনিজের মতে দ্রব্যের (মনাডের) বা জগতের গতির উৎস কী?**

উত্তর ▶ লাইবনিজের মতে দ্রব্যের বা মনাডের বা জগতের গতির উৎস দ্রব্যের বা মনাডের মধ্যেই নিহিত। কেন-না প্রত্যেক মনাড আত্মসক্রিয়। মনাডের সক্রিয়তা ঈশ্বর কর্তৃক স্থাপিত।

52 **লাইবনিজের মতে প্রত্যেক মনাডের গতির ধারা কোন্ দিকে?**

উত্তর ▶ লাইবনিজের মতে প্রত্যেক মনাড সর্বোত্তমের পানে, ঈশ্বরের দিকে, পূর্ণতা অর্জনের পথে ধাবিত হয়। একেই লাইবনিজ মনাডের প্রবণতা বা মনাডের ক্ষুধা বলেছেন।